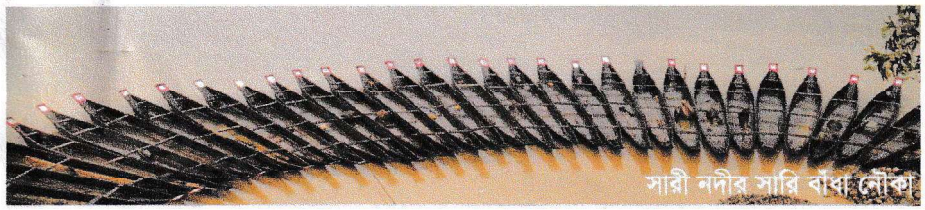
পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

অর্থ-বছর ২০১৯-২০২৪


উপজেলা পরিষদ জৈন্তাপুর, সিলেট।


জেতা রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ

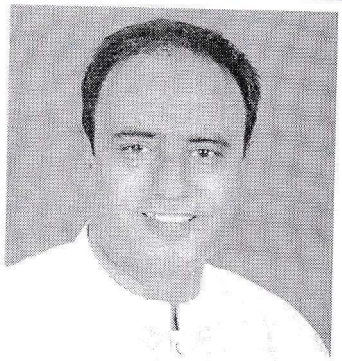

সারী নদীর সারি বাঁধা নৌকা


জৈন্তা বাজার পাঞ্চায়েত খানা


খাসিয়া পুঞ্জি


উপজেলার অন্যান্য

জৈন্তাপুর উপজেলা
সিলেট



উপজেলা চেয়ারম্যানের বাণী

জৈন্তাপুর উপজেলা সিলেট জেলার একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী উপজেলা। উপজেলা সৃষ্টির পর থেকেই এ উপজেলা তার উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণের জন্য সমন্বিতভাবে উপজেলার উন্নয়ন করা কষ্টসাধ্য করে তুলেছিল । আশার কথা আমরা ২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের জন্য একটি সমন্বিত পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন করতে পারছি।

সুশাসন ও জবাবদিহিতা ছাড়া যেমন একটি প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না তেমনি জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়াও সেই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বর্তমান জনবান্ধব সরকার তাই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যকর উন্নয়নে বিশ্বাসী। জনপ্রতিনিধি, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, এনজিও, সিভিল সোসাইটি ও ব্যক্তি মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি কার্যকর ও অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা তৈরীর লক্ষ্যেই এ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে বলে আমি জেনেছি। এটা বাস্তবায়িত হলে পরে যেমন একটি পরিকল্পিত উন্নয়ন সম্ভব হবে তেমনি প্রতিষ্ঠান সমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাও বৃদ্ধি পাবে। জনগন প্রত্যক্ষভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনায় অংশগ্রহনের ফলে নিজেদেরকে মর্যাদাপূর্ণ ভাববে।

আমি এ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানচ্ছি। আমি আশা করবো উপজেলা পরিষদ এ পরিকল্পনা মোতাবেক তার উন্নয়ন কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত রাখবে।

কামাল আহমদ
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
জৈন্তাপুর,সিলেট।

প্রথম অধ্যায়
উপজেলার পরিচিতি

১.১ উপজেলার পটভূমি

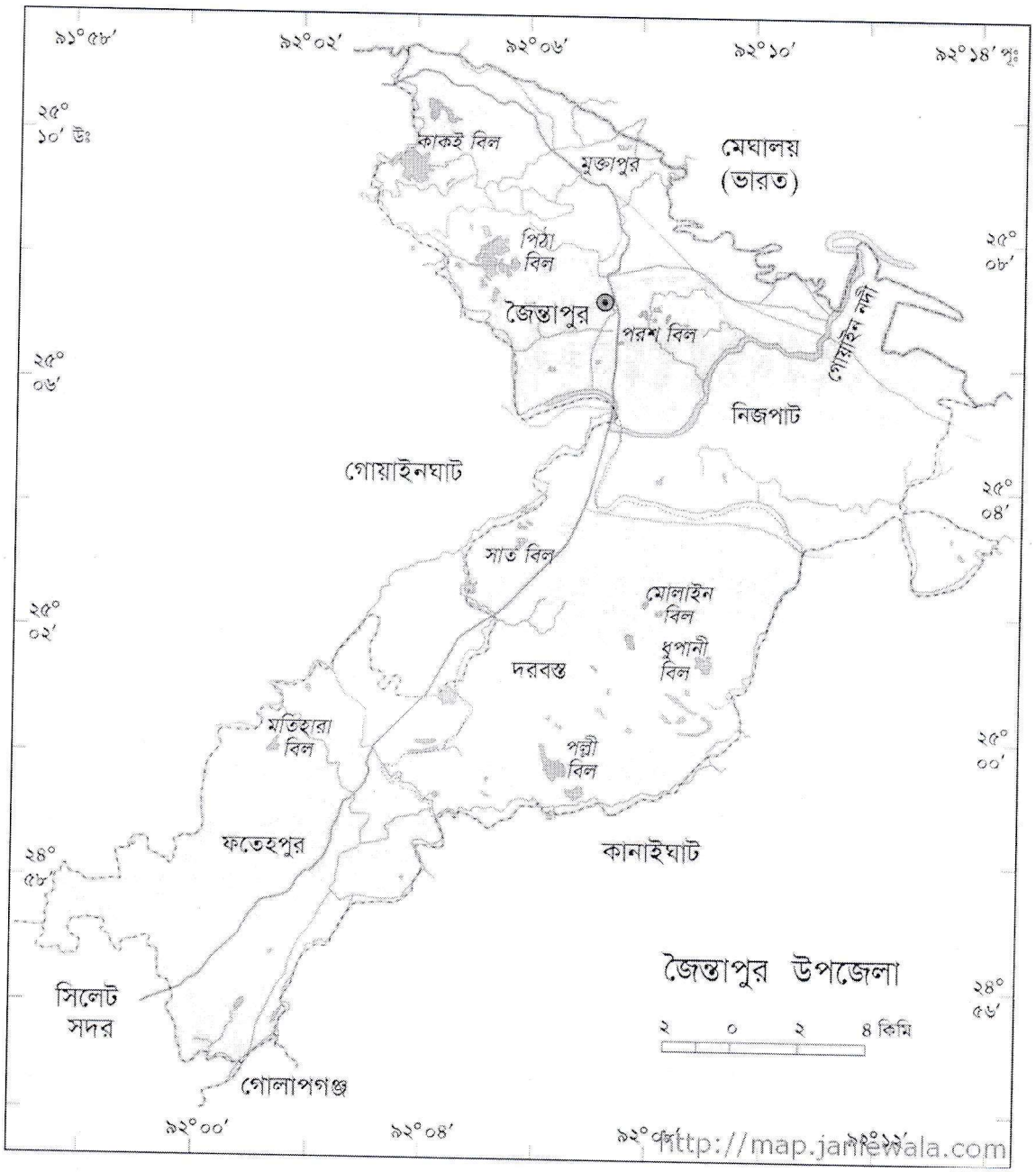
বাংলাদেশের সিলেট বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা হিসেবে জৈন্তাপুর বিশেষভাবে পরিচিত। প্রত্নতত্ব, নৃতাত্বিক এবং ভূতাত্বিক প্রেক্ষাপট বিশেষণ এবং প্রাচীন ঐতিহ্যের মিলনক্ষেত্র হিসেবে জৈন্তাপুর কে বর্ণনা করা যথোপযুক্ত । প্রাচীনকালে জৈন্তিয়া একটি স্বাধীন ও সমৃদ্ধশালী রাজ্য ছিল। জাইন্তিয়া শব্দ থেকে জৈন্তিয়া শব্দের উৎপত্তি। এ সম্পর্কে বিভিন্ন পন্ডিত নানা মত দিয়েছেন। প্রত্নতাত্বিক রাজমোহন নাথের মতে, যে জাইন্তিয়ার লোকেরা আদিতে টিন বংশের ছিলেন। চীন দেশ থেকে এসেছিল বলে তাদের সিটিং বলা হয়। সিন্টিং হতে জাইন্তিয়া শব্দ এসেছে। জাইন্তিয়া আদিবাসীগণ ঝুহঃবহমনামেও পরিচিত। ড.সুনীত কুমার চ্যাটার্জির মতে সিন্টেং শব্দ হতে জাইন্টেং শব্দটি উৎপত্তি লাভ করেছে। এবং সংস্কৃতকরণ বা আর্যকৃত হয়ে জৈন্তিয়া বা জাইন্তিয়া হয়েছে।

অনেকের মতেই জয়ন্তিয়া বা জাইন্তিয়া (খাসিয়া উচ্চারণ) শব্দটি সিন্টেং শব্দ হতে উৎপত্তি লাভ করেছে। টেং নামক আদি রাজমাতা হতেই জাইন্তিয়ার প্রাচীন রাজবংশের উৎপত্তি হয়েছিল। সম্ভবত জাইন্তিয়া শব্দটি খাসিয়াদের Youngteng(ইয়ংটেং) বা Youngtrai(ইয়ংট্রাই) শব্দ হতে এসেছে। খাসিয়া ভাষায় ইয়ং অর্থ 'নিজ' বা 'আপন' এবং টেং হলো কোন আদিমাতার নাম বিশেষ। Youngtengএর অর্থ হলো, ''টেং- এর দেশ'' ব আপন ভূমি। আদি জাইন্তিয়া ''ইয়ান্তা'' নামেই পরিচিত ছিল।

ইয়ান্ত শব্দটি (ইয়ংট্রাই) শব্দ হতে উৎপত্তি লাভ করতে পারে। ইয়াংট্রাই অর্থ স্বদেশ বা আদিভূমি বা নিজ ভূমি। মধ্যযুগ পর্যন্ত আ-খাসিয়াগণ জয়ন্তিয়াপুরের রাজধানী 'জয়ন্তিয়াপুর কে' 'নিজ পাট' বলে ডাকত। তাছাড়া সিন্টেং জাইন্তিয়ার আদিবাসী ''পার '' নামে অভিহিত হতে বেশী স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। পার কথাটির অর্থ হলো নিজ। অহংকার করে নিজেকে স্বদেশের উত্তরাধিকারী বোঝাতে পার শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। পার এর অর্থবোধক শব্দ হলো আদি অধিবাসী। তাই বলা যায় যে খাসিয়াদের নিজ দেশ বলতেই ইয়ান্তা বা জাইন্তিয়া বা জয়ন্তিয়া শব্দটি ব্যবহৃত করা হয়েছে। জাইন্তিয়ার আদিবাসীকে বোঝাতে পার- এর অ-আদিবাসীকে বুঝাতে 'ডিখার' বা রায়ত ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রাচীনকালে এই জাইন্তিয়াপুরের রাজধানীকে 'জাইন্তিয়া পার বলা হতো। জাইন্তিয়া পার হতেই জাইন্তিয়াপুর বা জয়ন্তিয়াপুর অতঃপর জৈন্তাপুর নামকরণ করা হয়েছে।

একসময়ে জৈমঅাপুর উপজেলা তিনটি পরগনা ও দুইটি ইউনিয়নে বিভক্তি ছিল। ১৯৬০ সালে ১নং নিজপাট ও দরবস্ত ইউনিয়ন সময়ের বিবর্তনে জৈন্তাপুর থানাকে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরনের মাধ্যমে উপজেলা হিসাবে উন্নীত করা হয়। এদিকে ১৯৭০ সালের ১৬ই জুন জৈন্তাপুর থানা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন সিলেটের মাননীয় জেলা প্রশাসক জনাব আব্দুস সমাদ, সি এস পি। ১৯৮৩ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তৎকালীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি মরহুম আব্দুস ছাত্তার জৈন্তাপুর থানাকে প্রশাসনিক উপজেলা হিসেবে উদ্বোধন করেন। ১৯৮৫ সালের ২৭শে এপ্রিল জৈন্তাপুর থানার নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করেন ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (আই.জি.পি) জনাব ই.এ চৌধুরী। ১৯৮৬ সালের ২৭শে মে নব-নির্মিত ভবন উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত পুলিশ পরিদর্শক জনাব তৈয়ব উদ্দিন আহমদ। স্বাধীনতা উত্তর জৈন্তাপুর- গোয়াইনঘাট উপজেলা নিয়ে ২৩১-সিলেট-৪ সংসদীয় আসন করা হয়। ১৯৮৯ সালে গোয়াইনঘাট উপজেলার কিছু অংশ বর্তমান ফতেপুর, চিকনাগুল ইউনিয়ন জৈন্তাপুর উপজেলার সাথে সংযুক্ত করা হলে জৈন্তাপুর উপজেলার আয়তন বৃদ্ধি পায়। ১৯৯১ সালে ১নং নিজপাট ইউনিয়নকে ভেঙ্গে ৩নং চারিকাটা ও ২নং জৈন্তাপুর ইউনিয়ন করা হয় এবং ২০০২ সালে ৫নং ফতেপুর ইউনিয়ন ভেঙ্গে ৬নং চিকনাগুল ইউনিয়ন করা হলে বর্তমান জৈন্তাপুর উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে পরিণত হয়। প্রথম উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন আলহাজ্ব মোঃ সিরাজ উদ্দিন আহমদ।

জৈন্তাপুর উপজেলার মানচিত্র।



দর্শনীয় স্থানঃ

#	শিরোনাম	স্থান	কিভাবে যাওয়া যায়
১	নাজিমগড় রিসোর্ট	জৈন্তাপুর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে, লালাখালে অবস্থিত	জৈন্তাপুর থেকে নৌকা , স্পীড বোর্ড গাড়ি যোগে সরাসরি যাওয়া যাই।
২	লালাখাল, জৈন্তাপুর, সিলেট	জৈন্তাপুর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে, লালাখালে অবস্থিত	সিলেট শহর হতে জাফলং/তামাবিল সড়কে ৩৮ কি.মি. আসলেই সারিঘাট বাজার। সেখান থেকে ৭কি.মি. সড়কপথে গেলে লালখাল যাওয়া যায়।

খেলাধুলা ও বিনোদনঃ

খাসিয়া গান এবং খাসিয়া নাচ বিনোদনের অনন্য উপকরন। খেলাধুলার ক্ষেত্রে জৈন্তাপুরের ভুমিকা উল্লেখযোগ্য। প্রথম বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ফুটবল বিজয়ী স্কুলের নাম নিশিন্তপুর রেজিঃ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্কুলটি জৈন্তাপুর উপজেলায় অবস্থিত।এটি জৈন্তাপুরের একটি ঐতিহাসিক অর্জন। উপজেলাতে বিনোদনের অন্যতম মধ্যম হচ্ছে খেলাধুলা। উপজেলাতে খেলাধুলার জন্য কোন স্টেডিয়াম না থাকলেও উপজেলার সর্বত্র খোলা মাঠে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠে স্থানীয় জনগণ অবসর সময়ে ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, হাডুডু, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি খেলায় অংশগ্রহণ করে। অর্থাৎ গ্রামীন আদি খেলা হতে শুরু করে বিদেশী খেলাধুলার ও প্রচলন রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে এলাকার যুব সমাজ বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন টুর্নামেন্টের আয়োজন করে থাকে। এছাড়া উপজেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্টানে বছরের শুর"তে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সাথে চালু আছে বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া সংগঠন। আরও রয়েছে চিত্ত বিনোদনের জন্য শিল্পকলা একাডেমী সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন। উপজেলার প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে একটি ফেডারেশন মাঠ। প্রতি বছর এ ফেডারেশন মাঠে নিম্নলিখিত ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ঃ

(ক) গোল্ডকাপ ফুটবল,

(খ) প্রিমিয়ার ফুটবল লীগ,

(গ)ইউনিয়ন ফুটবল লীগ,

(ঘ) প্রতি বৎসর ভলিবল লীগ অনুষ্ঠিত হয়

(ঙ) প্রতি বৎসর যুব এবং সিনিয়র ক্রিকেট লীগ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়

ভৌগলিক পরিচিতি

জৈন্তাপুর ২৫-০০ হতে ২৫-১২ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২-০৩ হতে ৯২-১৪ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে অবস্থিত। উত্তরে ভারতের মেঘালয় রাজ্য,দক্ষিনে কানাইঘাট এবং গোলাপগঞ্জ উপজেলা, পূর্বে কানাইঘাট উপজেলা এবং পশিমে গোয়াইনঘাট ও সিলেট সদর উপজেলা।

নদ-নদী

পাহাড়-টিলায় বেস্টিত জৈন্তাপুর উপজেলা সারী নদী এবং বরগাং উল্লেখযোগ্য দুটি নদী। এছাড়াও জৈন্তাপুর উপজেলাধীন হরিপুর এ কাপনা নদী অবস্থিত। সারী নদীর অপার সৈন্দর্য্য দেখতে প্রতিদিন হাজারও দর্শক সারীঘাট নামক এলাকায় ভীড় জমান।

ব্যবসা-বানিজ্যঃ

সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের পার্শ্বে এবং তামাবিল স্থল বন্দরের নিকটে অবস্থিত হওয়ায় জৈন্তাপুর উপজেলা ব্যবসা-বানিজ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।জৈন্তাপুরের উল্লেখ্যযোগ্য ব্যবসা-বানিজ্যগুলো হলো:-

১। কয়লা ব্যবসা

২। পাথর ব্যবসা

৩। বালু ব্যবসা

দ্বিতীয় অধ্যায়
আর্থ-সামাজিক তথ্য

২.১ উপজেলা পরিষদের আর্থ-সামাজিক তথ্য

১। সাধারণ তথ্যাবলীঃ

ক্রমিক	নাম	পরিমাণ
১.	আয়তন	২৬৩ বঃ কিঃ/ ৯৯.৮৮ বঃ মাঃ
২.	উপজেলা প্রতিষ্ঠাকাল	১৪/০৯/১৯৮৩ খ্রিঃ
৩.	জেলা হতে উপজেলার দূরত্ব	৪৩ কিঃ মিঃ
৪.	ইউনিয়ন সংখ্যা	০৬ টি
৫.	মৌজার সংখ্যা	১৬২ টি
৬.	গ্রামের সংখ্যা	১৮২ টি
৭.	মোট লোক সংখ্যা	১,৬১,৭৪৪ জন (প্রায়) **পুরুষ- ৮০৭৬৯ জন এবং মহিলা-৮০৯৭৫ জন (প্রায়)**
৮.	জনসংখ্যার ঘনত্ব	৪৭০ জন বঃ কিঃ মিঃ / ১২১৬ জন বর্গমাইলে
৯.	জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার	মোট=২.১৪%, পুরুষ -২.৩৫%, মহিলা-১.৯২%
১০.	মোট পরিবার সংখ্যা	২৫,১১৩ টি
১১.	মোট উপজাতি লোকসংখ্যা	২১৯৯ জন, পরিবার- ৩৪৯ টি (আঃ শুঃ-২০১১)
১২.	পুলিশ স্টেশন	০১ টি
১৩.	বিজিবি ক্যাম্প	০৩ টি
১৪.	ব্যাংকের শাখা	০৭ টি
১৫.	খাদ্য গুদাম	০৪ টি
১৬.	হাট/ বাজার	০৪ টি
১৭.	সিলেট গ্যাস ও তেল ক্ষেত্র	০২ টি
১৮.	পিকনিক কেন্দ্র	০১ টি
১৯.	গবেষণা কেন্দ্র	০১ টি (সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্র)
২০.	চা বাগান	০৬টি
২১.	বিদ্যুতায়িত গ্রাম	৫৭ টি
২২.	বিদ্যুতায়িত পরিবার	২২১৯ টি
২৩.	ক্ষুদ্র শিল্প (স্টোন ক্রাশিং)	৬৮ টি (স্টোন ক্রাশার মেশিন)
২৪.	ব্যবসা প্রতিষ্ঠান	৭৪৩ টি

০২। যোগাযোগ সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক্রমিক	নাম	পরিমাণ
২৫.	মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য	৩৯৪ কিঃ মিঃ (পাকাঃ ৭৮কিঃ মিঃ, কাঁচাঃ ৩১৭ কিঃ মিঃ, কাঁচা বাঁধ-১০ কিঃ মিঃ)
২৬.	মোট নদীর সংখ্যা	০২টি
২৭.	ডাকঘরের সংখ্যা	০৫টি
২৮.	টেলিফোন একচেঞ্জ	০১টি (সরকারি)
২৯.	মোট ব্রিজ/ কালভার্ট সংখ্যা	৮৬ টি (দৈর্ঘ্য-২৮৪মিটার)

০৩। শিক্ষা ও ধর্ম বিষয়ক তথ্যঃ

ক্রমিক	নাম	পরিমাণ
৩০.	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	--
৩১.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭২ টি
৩২.	রেজিঃ সরঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	--
৩৩.	কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	--
৩৪.	বে-সরঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	--
৩৫.	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র- ছাত্রীর সংখ্যা	২০,০১০ জন
৩৬.	ছাত্র	৯,৬৫১জন
৩৭.	ছাত্রী	১০,৩৫৯ জন
৩৮.	শিক্ষক / শিক্ষিকার সংখ্যা	৩৯৭ জন (শিক্ষক = ১৮২ জন, শিক্ষিকা =২১৫ জন)
৩৯.	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১৫ টি (সরকারী- ০১ টি সহ)
৪০.	ছাত্র / ছাত্রী	১০,৫৮৬ জন (ছাত্র- ৪,৮০২, ছাত্রী- ৫,৭৮৪ জন)
৪১.	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক / শিক্ষিকার সংখ্যা	১৫৪ জন (পুরুষ - ১২০ জন , মহিলা- ৩৪ জন)
৪২.	কলেজের সংখ্যা	০৫ টি (মহিলা- ০১টি , কারিগরি - ০১টি)
৪৩.	ছাত্র/ ছাত্রীর সংখ্যা	৪,৫০৪ জন (ছাত্র -২,৬৯০ , ছাত্রী- ১,৮১৪ জন)
৪৪.	শিক্ষক / শিক্ষিকার সংখ্যা	১২৮ জন (পুরুষ-৮৮ , মহিলা -৪০ জন)
৪৫.	মাদ্রাসার সংখ্যা	০৪ টি (আলিম-০১টি , দাখিল- ০৩ টি)
৪৬.	ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা	১১২৭ জন (ছাত্র-৪৭৭, ছাত্রী- ৬৫০ জন)
৪৭.	শিক্ষক/ শিক্ষিকার সংখ্যা	৪৫ জন (পুরুষ-৪০, মহিলা-০৫ জন)
৪৮.	কওমী (বে-সরকারী) মাদ্রাসার সংখ্যা	৫৯ টি
৪৯.	মসজিদের সংখ্যা	৩৭৬ টি
৫০.	পাবলিক লাইব্রেরীর সংখ্যা	০১ টি
৫১.	শিক্ষার হার	৪১.২% (প্রায়) (২০১১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী)
৫২.	কিন্ডার গার্টেন সংখ্যা	১২ টি

০৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক তথ্যঃ

ক্রমিক	নাম	পরিমাণ
৫৩.	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেম্লক্স	০১টি
৫৪.	কমিউনিটি ক্লিনিক	১৬ টি
৫৫.	ডাক্তারের সংখ্যা	১৬ জন (বর্তমানে কর্মরত -০৯ জন)

৫৬. নার্সের সংখ্যা	০৭ জন (বর্তমানে কর্মরত-০৬ জন)
৫৭. মেডিকেল এসিস্টেন্ট	০২ জন (বর্তমানে কর্মরত -০১ জন)
৫৮. রেজিঃ পলস্নী চিকিৎসক	০০ জন
৫৯. আমত্মঃ/ বহিঃ বিভাগীয় রোগীর সংখ্যা	২১০ জন
৬০. সক্ষম দম্পতির সংখ্যা	২৯,৩৭৮ জন
৬১. জন্ম নিয়ন্ত্রন গ্রহণকারীর সংখ্যা	২২,৯৬৪ জন
৬২. অস্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা	১৮,২৮৩ জন
৬৩. স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা	২,৬৩৬ জন
৬৪. জন্ম নিয়ন্ত্রন গ্রহণকারীর শতকরা হার	৭৮.২০%
৬৫. প্রশিক্ষন প্রাপ্ত দাই সংখ্যা	--
৬৬. এম্বুলেন্স	০১ টি

০৫। জনস্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্যঃ

ক্রমিক	নাম	পরিমাণ
৬৭.	নলকূপের সংখ্যা	১৪৪৫ টি।
	আর্সেনিক মুক্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ প্রকল্পের	
৬৮.	**বরাদ্ধকৃত নলকুপের সংখ্যা**	২৩ টি
৬৯.	পাকা পায়খানা	১৪,৭৯৮ টি
৭০.	কাঁচা ও অন্যান্য পায়খানা	৪,৮৩৬ টি
৭১.	স্যানিটেশনের হার	৮২.৮১%

০৬। ভূমি ব্যবস্থাপনা তথ্যাদিঃ

ক্রমিক	নাম	পরিমাণ
৭২.	উপজেলা ভূমি অফিস	০১ টি
৭৩.	ইউনিয়ন ভূমি অফিস	০৩ টি
৭৪.	অর্পিত সম্পত্তি	৬৪১ একর (বন্দোবসত্মকৃত-১৯৬ একর)
৭৫.	সরকারী কৃসি খাস জমি	১০৮৪৯ একর
৭৬.	সরকারী অকৃসি খাস জমি	৬২১০.৯৮একর
৭৭.	বন্দোবসত্মকৃত খাস জমি	৩০৯২.৭৭ একর
৭৮.	বন্দোবসত্মযোগ্য খাস জমি	৪৯৭৮.২৩ একর
৭৯.	অদর্শগ্রাম /গুচ্ছগ্রাম/আশ্রয়ন প্রকল্প	০৫টি

০৭। কৃষি বিষয়ক তথ্যঃ

ক্রমিক	নাম	পরিমাণ
৮০.	মোট জমির পরিমাণ	২৫,৮৮০ হেক্টর
৮১.	মোট কৃষি জমির পরিমাণ	১৭,৮৮৩ হেক্টর
৮২.	এক ফসলি জমির পরিমাণ	৪,৫০০ হেক্টর
৮৩.	দু'ফসলি জমির পরিমাণ	১২,৫০০ হেক্টর
৮৪.	তিন ফসলি জমির পরিমাণ	৮৮৩ হেক্টর
৮৫.	অকৃষি জমির পরিমা্ণ	১৬,১৭৬ একর
৮৬.	মোট বন এলাকা	১,৪৪৭ হেক্টর
৮৭.	মোট খাদ্য উৎপাদন	৩৬,৩০০ মেঃ টন
৮৮.	মোট খাদ্য চাহিদা	২৬,২৭৫ মেঃ টন

৮৯. মোট খাদ্য উদ্বৃত্ত	১০,০২৫ মেঃ টন।

০৮। মৎস্য বিষয়ক তথ্যঃ

ক্রমিক	নাম	পরিমাণ
৯০.	মোট বিলের সংখ্যা	৬৭ টি
৯১.	মোট দিঘির সংখ্যা	০২ টি
৯২.	মোট পুকুরের সংখ্যা	৩,২৫৮ টি
৯৩.	বার্ষিক মৎস্য উৎপাদন	২৪২১.৯৪ মেঃ টন

০৯। প্রাণি সম্পদ বিষয়ক তথ্যঃ

ক্রমিক	নাম	পরিমাণ
৯৪.	প্রাণি চিকিৎসালয়	০১টি
৯৫.	কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র	০১টি
৯৬.	হাঁসের খামার	৫০টি
৯৭.	মোরগ/ মুরগীর খামার	১১টি
৯৮.	হাঁসের সংখ্যা	৫০,২৮০ টি
৯৯.	মোরগের সংখ্যা	১,৮৩,৩০২ টি
১০০	ডেইরী ফার্ম সংখ্যা	০৪ টি

১০। নির্বাচন সংক্রামন্ত তথ্যঃ

ক্রমিক	নাম	পরিমাণ
১০১.	মোট ভোটার সংখ্যা	**৭৭,৫৩০ জন**
১০২.	পুরুষ	**৩৭,৯৭৬ জন**
১০৩.	মহিলা	**৩৯,৫৫৪ জন**
১০৪.	মোট ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা	**৩২ টি**
১০৫.	মোট ভোটার এলাকার সংখ্যা	**১৮১ টি**
১০৬.	সর্বশেষ ইউপি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে	**০৮/০৬/২০১১**
১০৭.	নির্বাচিত ইউপি চেয়ারম্যানের সংখ্যা	**০৬ জন**
১০৮.	নির্বাচিত ইউপি সদস্যের সংখ্যা	**৫৪ জন**
১০৯.	নির্বাচিত সংরক্ষিত ইউপি মহিলা সদস্য সংখ্যা	**১৮ জন**

১১. উপজেলা ডিজিটাল সেন্টারঃ ০১টি।

১২. ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারঃ ০৬টি। সকল ইউনিয়ন পরিষদে ডিজিটাল সেন্টার চালু আছে।

১৩. ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার এর উদ্যোক্তা মোটঃ ১১ জন।

৮৯. মোট খাদ্য উদ্বৃত্ত	১০,০২৫ মেঃ টন।

০৮। মৎস্য বিষয়ক তথ্যঃ

ক্রমিক নাম	পরিমাণ
৯০. মোট বিলের সংখ্যা	৬৭ টি
৯১. মোট দিঘির সংখ্যা	০২ টি
৯২. মোট পুকুরের সংখ্যা	৩,২৫৮ টি
৯৩. বার্ষিক মৎস্য উৎপাদন	২৪২১.৯৪ মেঃ টন

০৯। প্রাণি সম্পদ বিষয়ক তথ্যঃ

ক্রমিক নাম	পরিমাণ
৯৪. প্রাণি চিকিৎসালয়	০১টি
৯৫. কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র	০১টি
৯৬. হাঁসের খামার	৫০টি
৯৭. মোরগ/ মুরগীর খামার	১১টি
৯৮. হাঁসের সংখ্যা	৫০,২৮০ টি
৯৯. মোরগের সংখ্যা	১,৮৩,৩০২ টি
১০০ ডেইরী ফার্ম সংখ্যা	০৪ টি

১০। নির্বাচন সংক্রামন্ত তথ্যঃ

ক্রমিক নাম	পরিমাণ
১০১. মোট ভোটার সংখ্যা	**৭৭,৫৩০ জন**
১০২. পুরুষ	**৩৭,৯৭৬ জন**
১০৩. মহিলা	**৩৯,৫৫৪ জন**
১০৪. মোট ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা	**৩২ টি**
১০৫. মোট ভোটার এলাকার সংখ্যা	**১৮১ টি**
১০৬. সর্বশেষ ইউপি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে	**০৮/০৬/২০১১**
১০৭. নির্বাচিত ইউপি চেয়ারম্যানের সংখ্যা	**০৬ জন**
১০৮. নির্বাচিত ইউপি সদস্যের সংখ্যা	**৫৪ জন**
নির্বাচিত সংরক্ষিত ইউপি মহিলা সদস্য ১০৯.সংখ্যা	**১৮ জন**

১১. উপজেলা ডিজিটাল সেন্টারঃ ০১টি।

১২. ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারঃ ০৬টি। সকল ইউনিয়ন পরিষদে ডিজিটাল সেন্টার চালু আছে।

১৩. ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার এর উদ্যোক্তা মোটঃ ১১ জন।

উপজেলা চেয়ারম্যান অফিস ও নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের জনবলঃ

ক্র.নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	পুরণকৃত পদ	শুন্য পদ
উপজেলা চেয়ারম্যান অফিস				
১	চেয়ারম্যান	১	১	০
২	ভাইস-চেয়ারম্যান (পুরুষ)	১	১	০
৩	ভাইস-চেয়ারম্যান (মহিলা)	১	১	০
৪	সাট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	১	১	০
৫	জিপ গাড়ী চালক	১	১	০
৬	অফিস সহায়ক	২	২	০
৭	মালি	১	১	০
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়				
১	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	১	১	০
২	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১	১	০
৩	সিএ কাম ইউডিএ	১	০	১
৪	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৩	২	১
৫	জিপ চালক	১	০	১
৬	ফটোকপি অপারেটর	১	১	০
৭	অফিস সহায়ক	১	১	০
৮	নিরাপত্তা প্রহরী	১	১	০
৯	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	১	১	০

তৃতীয় অধ্যায়
উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত ধারণা

৩.১ পরিকল্পনা কি

কোন দেশের ভবিষ্যত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সম্ভাবনা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যক্রম প্রণয়নের সনাতন প্রক্রিয়া হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা। এর মাধ্যমে দেশের রুপকল্প লাভ করা সম্ভব হয় যার মাধ্যমে সরকার দেশ ও জনসাধারণের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা হচ্ছে কোন দেশের সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য এশটি মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনা। এঁা ব্যতীত সরকারের পক্ষে রুপকল্পের আলোকে কার্যকরভাবে দক্ষতার সাথে উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ এবং আর্থিক বরাদ্দ ও মানব সম্পদ নিয়োজিত করা সম্ভব নয়।

একই সাথে, জনগণকে অবশ্যই পরিকল্পনা প্রণয়ণে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং এই প্রক্রিয়ায় তারাও পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে উদ্বুদ্ধ হবে। এভাবে জনসাধারণ আউটপুট মনিটরিং এবং ফলাফল ও প্রভাব মূল্যায়নে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন।

বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা পরবর্তি সময়ে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয় এবং এশটি জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক এশটি দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা' (২০১০-১১ হতে ২০২২-২৩) এবং মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনা 'সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা' প্রণীত হয়েছে। সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছেঃ ক) জিডিপি প্রবৃদ্ধি উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি ও দ্রুত দারিদ্র হ্রাস; খ) উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি নাগরিকের সম্পৃক্ততা ও সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য নাগরিক ক্ষমতায়নের জন্য এশটি বৃহত্তর আঙ্গিকের কৌশল নির্ধারণ; এবং গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় এশটি টেশসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া নির্মাণ, প্রাকৃতিক সম্পদেও টেশসই ব্যবহার, অনিবার্য নগরায়নের সফল ব্যবস্থাপনা। এয়াড়াও, ২০১৫ সালে সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করায় বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছে এবং এশটি মধ্যম আয়ের দেশে রুপান্তরের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

৩.২ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ

বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকারের পরিকল্পনা বিদ্যমান রয়েছে। জাতীয় ও অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

৩.২.১ জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ

জাতীয় পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে রয়েছে ১) পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা, সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্তৃপক্ষ হিসেবে পরিকল্পনা কমিশন এর দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের ধারণা, প্রত্যাশা ও রাজনৈতিক লক্ষ্যসমূহকে সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে প্রতিফলন ঘাঁনো এবং এগুলোকে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা। পরিকল্পনা কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদন করা।

৩.২.২ খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে কোন এশটি নির্দিষ্ট খাতের জন্য বিস্তৃত পরিসরের পরিকল্পনা যেমন; কৃষি, মৎস্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ ইত্যাদি। কোন এশটি নির্দিষ্ট খাতের সঠিক ও টেশসই পদ্ধতিতে উন্নয়নের জন্য উপ-খাত ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

উপজেলা পর্যায়ে সাধারণত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এনবিডি-এর নিজস্ব খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা থাকে যা (১) এ উল্লিখিত জাতীয় পরিকল্পনা অনুসাওে প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। যেমন; যোগাযোগ ও পরিবহন খাতে বাংলাদেশ সড়ক মাস্টার প্লান (আরএমপি) ২০০৭, যেখানে নতুন সড়ক নির্মানের বিস্তারিত ভৌত কাঠামোগত পরিকল্পনা প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের জন্য, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১০ হচ্ছে খাত ভিত্তিক পরিকল্পনার এশটি উদাহরণ। জাতীয় পশু সম্পদ সম্প্রসারণ নীতিমালায় পশু সম্পদ খাতের বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রদান করেছে। উক্ত খাতওয়ারি পরিকল্পনাসমূহ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রণীত হয়ে থাকে এবং এর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন একক নির্দেশিকা সরবরাহ করা হয় না। এ ধরনের খাতওয়ারি উন্নয়ন পরিকল্পনা জাতীয় পরিকল্পনা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

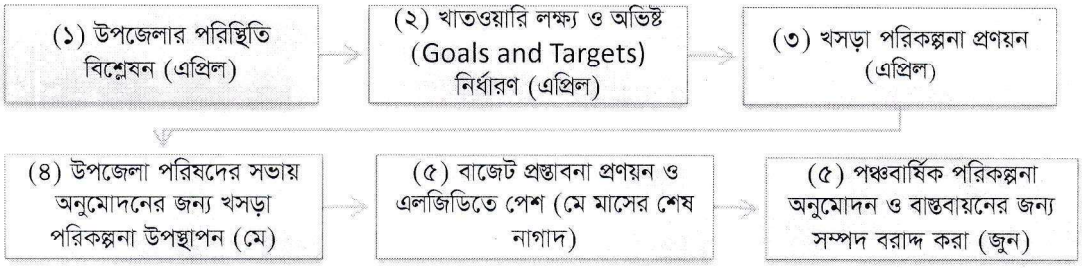
৩.২.৩ উপজেলা পর্যায়ের পরিকল্পনাসমূহ

উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদা, অগ্রাধিকার, সক্ষমতা ও সম্পদেও প্রাপ্যতা বিবেচনা করে উপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলায় কর্মরত এনবিডিসমূহের চাহিদাও অগ্রাধিকারের প্রতিফলন থাকা বাঞ্ছনীয়। এসব প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ও একীভূত পরিকল্পনাই উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা হওয়া দরকার। উক্ত পরিকল্পনায় জাতীয় ও

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত হতে হবে।

৩.২.৫ পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রণয়ন প্রক্রিয়া নিচের চিত্র ১ এ উপস্থাপন করা হলো।



চিত্র ১: পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছে। একইসাথে প্রত্যেক ধাপের জন্য প্রয়োজনীয় সময় সম্পর্কেও আলোচনা করেছে এবং বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ কররছে। উপজেলা পরিষদ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তার জন্য এশটি কারিগরি কমিটিও গঠন করে। বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়ার সুপারিশকৃত ফরম্যাট নিম্নে এ প্রদর্শন করা হলোঃ

পরিকল্পনার ফরম্যাট

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর তালিকা	দায়িত্বশীল ব্যক্তি	স্থান	সময়সীমা	পদ্ধতি
সংশ্লিষ্ট মহলের সাথে পরামর্শ	বিভিন্ন সরকারি বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ	ইউপি, ইউডিসিসি ও ওয়ার্ড সভা	ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ	আলোচনা
তথ্য, পরিকল্পনার প্রস্তাবনা সংগ্রহ	উপজেলা কমিটি, টিজিপি	ইউপি, ইউডিসিসি ও সরকারি বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ	ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ	দলীলপত্র সংগ্রহ
সম্পদ বিবরণী হালনাগাদ করা	টিজিপি সদস্যবৃন্দ	উপজেলায়	মার্চ মাসের শেষ নাগাদ	ডাটা এন্ট্রি
খসড়া প্রস্তাবনাসমূহ সন্নিবেশন	টিজিপি সদস্যবৃন্দ	উপজেলায়	এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ	ডাটা এন্ট্রি
খসড়া প্রস্তাবনাসমূহ যাচাই-বাছাই	উপজেলা কমিটি, টিজিপি ও পিএসসি	উপজেলায়	এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ	আলোচনা/ বিশ্লেষন
খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তাবনা ছড়ান্ত করা	উপজেলা কমিটি, টিজিপি ও পিএসসি	উপজেলায়	মে মাসের মাঝামাঝি	আলোচনা/ বিশ্লেষন
উপজেলা পরিষদে খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তাবনা পেশ করা	উপজেলা কমিটি	উপজেলায়	মে মাসের মাঝামাঝি	খসড়া পরিকল্পনা

উপজেলার এসডব্লিউওটি (SWOT) বিশ্লেষন

উপজেলা পরিষদে বসবাসরত মানুষের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করতে পারে এমন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপাদানসমূহ বিশ্লেষনের মাধ্যমে পরিস্থিতি বিশ্লেষন করা হয়েছে। নিম্ড়েব উপজেলার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (strength), দুর্বলতা (weakness), সুযোগ (opportunity) এবং প্রতিবন্ধকতা (threat) - এসডব্লিউওটি - চিহ্নিত করা হয়েছে। এটিকে বিবেচনায় নিয়ে করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে এবং খাতওয়ারি উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা, সম্ভাব্য প্রভাব চিহ্নিত করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নির্ধারনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

	উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সহায়ক	উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ক্ষতিকর
অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য	**সক্ষমতার দিক (Strength)**	**দুর্বলতার দিক (Weakness)**
	বস্তুগত (যান্ত্রিক) সম্পদ ও দক্ষ জনবল	পরিকল্পনা প্রণয়নে মতামত প্রদানের সুযোগ সীমিত
	জনপ্রতিনিধিদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ	সকল খাতের প্রতি সমগুরুত্ব না দিয়ে নির্দিষ্ট কিছু খাত যেমন- ভৌত অবকাঠামো ও অনুন্নয়ন খাতে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া
	উন্নয়ন বান্ধব সরকারী নীতি	পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরী জ্ঞানের স্বল্পতা ও দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা নেয়ার মানসিকতা না থাকা
	পরিষদের আয় ও সেবারমান বৃদ্ধি পাওয়া	যথাসময়ে অর্থ ছাড়ের নিশ্চয়তা না থাকা
বাহ্যিক পরিবেশগত বৈশিষ্ট	**সুযোগের দিক (Opportunities)**	**প্রতিকূলতা/ঝুঁকির দিক (Threat)**
	উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনসাধারনের অংশগ্রহণ ও উৎসাহ	দলীয় রাজনৈতিক চাপ ও অভ্যন্তরীণ কোন্দল
	যুগপযোগী/আধুনিক উন্নয়ন বিষয়ক মানসিকতা	প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহনে অনিহা ও দীর্ঘসূত্রিতা
	আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন	প্রকল্প বাস্তবায়নে গুনগতমান রক্ষায় দূর্বল দৃষ্টিভঙ্গি ও সরকারী সেবা প্রাপ্তিতে অস্বচ্ছতা

ষষ্ঠ অধ্যায়
উন্নয়ন কার্যক্রম

৬.১ উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম

জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা জেলা/ (উপজেলা/ ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্পের লক্ষ্য হলো নিজস্ব পুজি বব্যবস্থাপনায় প্রান্তিক পর্যায়ে স্থানীয় প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দরীদ্র জনগোষ্ঠির জীবিকায়ন নিশ্চিত কওে দারিদ্র নিরসন ও টেকসই উন্নয়ন।১ লক্ষ গ্রাম সমিতি গঠনের মাধ্যমে ৬০ লক্ষ দরিদ্র পরিবারকে এর সুবিধা দেয়া হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৪ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত
আশ্রায়ন প্রকল্প	সমাজ কল্যাণ	দেশের ভুমিহীন দরীদ্র পরিবারকে আশ্রয় দেয়া ও তাদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ করে দেয়াই এ প্রকল্পের লক্ষ্য। গফরগাঁও উপজেলা এ পর্যন্ত ৩টি আশ্রায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২৪০ টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	২ টি ইউনিয়ন	চলমান
এলজিএসপিপ্রকল্প	জাতীয় প্রকল্প	ইউএনডিপি এর অর্থায়নে ইউনিয়ন সমুহের গভর্নেন্স এবং অবকাঠামো উন্নয়ন করা এ প্রকল্পের অন্যতম কাজ।	সকল ইউনিয়ন	৫ বছর
ইউজিডিপিপ্রকল্প	জাতীয় প্রকল্প	জাইকার অর্থায়নে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর অধীন	৪৯১ টি উপজেলা	ডিসেম্বর, ২০১৬ হইতে ডিসেম্বর,২০২৪